**আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৩ উদযাপন উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, ২৪ ফাল্গুন ১৪১৯, ৮ মার্চ ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীগণ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

সম্মানিত নারী নেত্রীবর্গ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৩ উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ স্বাধীনতার মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতাকে। মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদকে। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল নারী মুক্তিযোদ্ধাদের। স্মরণ করছি ২ লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে।

নারী অধিকার ও নারী মুক্তির সংগ্রামের ইতিহাসে ৮ মার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ দিবসটি পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

আমি স্মরণ করছি বেগম রোকেয়া, চন্দ্রমুখী বসু, ফজিলাতুন্নেছা, নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী, আশালতা সেন, সৈয়দ বদরুন্নেছা, বেগম সুফিয়া কামাল, লীলা নাগ, জোবেদা খাতুন চৌধুরীর মতো সমাজ কর্মীদের। যাঁরা ছিলেন বাঙালি নারী জাগরণের পথিকৃৎ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারী-পুরুষের সমসুযোগ, নারীর রাষ্ট্রীয়, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

 উন্নত বিশ্বের সমকক্ষ না হলেও আমরা বলতে পারি, আমাদের অর্জনও কম নয়। আমাদের পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সর্বত্র আজ নারীর দৃঢ় পদচারণা।

সুধিমন্ডলী,

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের এবারের প্রতিপাদ্য ‘‘নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার'' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আজ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত গ্রাম আর শহরের মধ্যে তেমন কোন ব্যবধান নেই। দেশ-বিদেশের চাকুরি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রবাসীদের সাথে যোগাযোগ, বিনোদন, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল প্রদান, রেলওয়ের টিকেট ক্রয়, বৈদেশিক মুদ্রার আদান-প্রদান, বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল সহ প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় অনেক কাজ কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ঘরে বসে করা যাচ্ছে।

আমরা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছি। নারীরা প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য পাচ্ছেন। তথ্য-প্রযুক্তির সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশ আরও এগিয়ে যাচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা আমাদের মহান সংবিধানে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করেন। তিনি সংবিধানে নারীর জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত করেন। আমরা সংরক্ষিত আসনসংখ্যা ৫০-এ উন্নীত করেছি। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ব্যাপক পদক্ষেপ নেন।

আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক - প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ  ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৫০ হাজারেরও বেশী গ্রামীণ নারী অংশ নিয়েছেন। অনেক উন্নত দেশেও নারীর এমন উত্তরণ দেখা যায়না।

বর্তমান জাতীয় সংসদে মোট ৭০ জন নারী সদস্য রয়েছেন। যার মধ্যে ২০ জন নারী প্রত্যক্ষ ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী। এছাড়া পাঁচ জন নারী মন্ত্রীপরিষদে স্থান পেয়েছেন। সরকারি ও বিরোধী দলের নেতাও নারী।

সুধিমন্ডলী,

আমরা বিচার প্রশাসন, সামরিক বাহিনী, পুলিশ, শিক্ষা, সেবা, ব্যাংক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র নারীর অবস্থান সুদৃঢ় করেছি। আমরা একটি যুগোপযোগী নারী নীতি প্রণয়ন করেছি। মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ৬ মাসে উন্নীত করেছি। পাসপোর্টে পিতার পাশাপাশি মাতার নাম সংযুক্ত করা হয়েছে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে আমরা নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৮৬ টি উপজেলার চার হাজার ৫২৫ টি ইউনিয়নে ভিজিডি কর্মসূচি চালু রয়েছে। দরিদ্র গর্ভবতী মা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত প্রান্তিক নারী কর্মীদের ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ভাতা প্রদানের পাশাপাশি মা ও শিশু-স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

আমরা প্রথমবারের মতো শহর অঞ্চলে ‘কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি' চালু করেছি। এ কর্মসূচি'র আওতায় গার্মেন্টেস্-এ কর্মরত ২০ হাজার মা রয়েছেন।

কর্মজীবি মহিলাদের জন্য ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ৭টি কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল রয়েছে। শেরপুরের নালিতাবাড়ী এবং ঢাকার অদুরে আশুলিয়াতে গার্মেন্টস‌্‌-এ কর্মরত মহিলাদের জন্য আবাসিক হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা নারীদের তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। দেশের ৩৪টি জেলায় ৪ মাস মেয়াদী আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। শহীদ শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমীতে সেলাই, কম্পিউটার ও বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মৎস্য, সবজি চাষ, মুরগী পালন ইত্যাদি সমন্বিত ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৬৪টি জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, শো-পিস তৈরী, নার্সারী, কিচেন গার্ডেনিং, গার্মেন্টস, আধুনিক টেইলারিং, এমব্রয়ডারী, বিউটিফিকেশন, ক্যান্ডি ও প্যাকেট তৈরীতে মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

 দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলা সমিতির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস কর্মসূচির বিপণন কেন্দ্র ‘জয়িতা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নারী ও শিশুদের জন্য চালু করা হয়েছে বিশেষায়িত হাসপাতাল । নারী ও শিশু স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছি। মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম চালু করেছি। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে মা ও শিশুরা স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন।

সুধিমন্ডলী,

আমরা যখন সরকারের দায়িত্বে আসি তখন নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ হয়। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাসীদের হাতে ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে যেভাবে নারীদের নির্যাতন করা হয়েছিল, তা দেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

নারী নির্যাতন ও নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে আমরা নতুন আইন করেছি। আইনের বাস্তবায়ন করেছি। দেশের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার হতে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে স্বাস্থ্য সেবা, পুলিশি ও আইনী সহায়তা, ডিএনএ পরীক্ষা, মনোসামাজিক কাউন্সিলিং এবং আশ্রয়সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

শুধু আইন প্রণয়ন করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে নারীকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী-পুরুষ সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

অনেক সময় পরিবারে ছেলে শিশুকে খাওয়া-দাওয়া, লেখা-পড়া থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ মানসিকতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের সৃজনশীলতা জাগ্রত করতে সম সুযোগ দিতে হবে। মেয়েরা কোন অংশেই কম যোগ্য নয়। পরীক্ষার ফলাফল, যে কোন সৃজনশীল কাজে মেয়েরা এখন ছেলেদের থেকে অনেক বেশী এগিয়ে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এখন ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের হার বেশী। উচ্চ মাধ্যমিক, ভোকেশনাল ও উচ্চ শিক্ষায় নারীর হার বেড়েছে।

আমরা মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই দিচ্ছি। উপবৃত্তি দিচ্ছি। নারী শিক্ষার প্রসারকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এরফলে নারী কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে। বাল্য বিবাহ হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, যোগাযোগসহ প্রতিটি সেক্টরে সম উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। জনগণের আয় বেড়েছে। পাঁচ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। দেশে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের প্রশংসা করছে।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করি ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সক্ষম হব ইনশাআল্লাহ।

আমাদের দেশের নারীরা এভারেষ্ট বিজয় করেছে। নারীরা আজ কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। জাতির পিতা একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। এস্বপ্ন পূরণে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমি দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

নারী-পুরুষ সকলে মিলে আমরা এ পৃথিবীকে আরও শান্তিময় করে গড়ে তুলবো - এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৩ উদযাপনের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।